দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 13 APR 1987
পৃষ্ঠা ...

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার, ২৯শে চৈত্র, ১৩৯৩

জরাজীর্ণ স্কুলভবন

দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্কুলভবনগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বহু স্কুল ভবন এতই জরাজীর্ণ যে, সেখানে চরম বিপর্যয় নামিয়া আসা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। পত্রিকায় এ সম্পর্কিত একটি খবর ছাপা হইয়াছে। খবরটিতে জানা যায়, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার একটি গ্রামে শিক্ষার্থীরা জীবনের ঝুঁকি লইয়া প্রতিদিন একটি ভাঙ্গা স্কুলভবনে ক্লাস করিতেছে। ভবনটির অবস্থা অত্যন্ত করুণ। যেকোন সময় জীর্ণ স্কুলভবনটির ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। একটি স্কুলভবনের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ার অর্থ যে কী ধরনের মর্মান্তিক ট্রাজেডী ও বিপর্যয় তাহাও দেখা যাইতেছে ব্যাখ্যা করিয়া না বোঝানো পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিদের খেয়াল হইবে না। আজ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এমনি যে, কেবল নিজের মাথাটি নিরাপদ থাকিলে মাথার উপর ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ার মতো অবস্থাও কাহারো মনে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলা হইতেও অনুরূপ আরেকটি খবর পাওয়া গিয়াছে। এই উপজেলার একটি বিদ্যালয় ভবনও ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও এভাবে বছরের পর বছর স্কুলভবনগুলি কিভাবে ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পারে তাহা ভাবিতেও আতংকিত বোধ না করিয়া পারা যায় না। কিন্তু বাস্তবে তাহাই ঘটিতেছে। গ্রামাঞ্চলে সবচাইতে অবহেলিত ও উপেক্ষিত স্থান হইতেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। এগুলির দিকে তাকাইলেই প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি কর্তাব্যক্তিদের মনোভাব ও দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মুখে শিক্ষার প্রসার ও আগামী ২০০০ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হইলেও এবং ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছাইয়া দেওয়ার অঙ্গীকার ঘোষিত হইলেও বাস্তবে অবস্থা যে সম্পূর্ণ অন্য রকম, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির দৈন্যদশাই তাহার প্রমাণ।

প্রাথমিক শিক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এভাবে উপেক্ষা ও অবহেলার শিকার হইলে আর যাহাই হউক শিক্ষার বিকাশ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ যে সম্ভব নয় তাহা বোধকরি কাহাকেও অধিক বুঝাইয়া বলার দরকার নাই। দেশে সরকারী হিসাবেই শিক্ষিতের হার মাত্র ২২ জন। প্রাথমিক পর্যায়েই ড্রপ-আউট বা বিদ্যালয় ত্যাগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিপুল। শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙ্গানোর আগেই নানা কারণে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। এই যেখানে অবস্থা সেখানে যদি জরাজীর্ণ স্কুলভবনসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এভাবে সমস্যা-সংকট ও অভাবের স্থায়ী কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং তাহার চেহারায় ফুটিয়া ওঠে সামগ্রিক উপেক্ষা ও অবহেলার ছাপ, তাহা হইলে তাহা যে দেশে শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করিবে, এই প্রসঙ্গে তাহাই আরেকবার সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।